দৈনিক জন

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

হাত্রত্বের প্রমাণপত্র দেখাতে না পারায় নেত্রকোনায় হাত্রদলের কাউন্সিল পণ্ড

ত্রকোনা, ১২ নবেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ দীর্ঘ
বছর পর নেত্রকোনা জেলা ছাত্রদলের সম্মেলনে
ত্রত্বের প্রমাণপত্র দেখতে না পারায় কাউন্সিল হতে
রেনি। অছাত্র সন্ত্রাসীরা কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সামনেই
ংচুর, বাতি নিভিয়ে ফেলাসহ নানা তাণ্ডব চালায়। এর
ল নেত্রকোনায় ছাত্র-অছাত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে
প নিতে যাচ্ছে। এদিকে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ঢাকায়
উন্সিলারদের নিয়ে কমিটি ঘোষণা দেয়ার কথা
নিয়ে পুলিশ প্রহরায় নেত্রকোণা ত্যাগ করেন।

ভিন্ন সূত্রে জানা যায়, সোমবার রাতে নেত্রকোনা
জলা ছাত্রদলের সম্মেলন স্থানীয় মহুয়া অডিটরিয়ামে
নুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ কাউন্সিল
রুর আগে প্রত্যেক প্রার্থীকে তাদের ছাত্রত্ব প্রমাণের
ন্য অরিজিনাল কাগজ দাখিলের নির্দেশ দেন। কিন্তু
াউন্সিল শুরু হবার পর সভাপতি পদে দু'জন প্রার্থীর
ধ্যে তাজউদ্দিন ফারাস সেন্টু এবং ৪ সম্পাদক পদের
ধ্যে খায়রুল মোর্শেদ, খায়রুল রশিদ খান পাঠান
াহের এবং মনিরুজ্জামান দুদু তাদের ছাত্রত্বের

হালিসহ কয়েকজনকে হল থেকে বের করে দেন। এর পরই অছাত্র সন্ত্রাসীরা সংঘটিত হয়ে হলে ঢুকে চেয়ার-টেবিল ভাংচুর করে তাণ্ডব চালায় এবং হলরুমের বাতি নিভিয়ে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করে। প্রায় এক ঘণ্টা যাবত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ অবরুদ্ধ অবস্থায় অন্ধকারে ছিলেন। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক শহাবউদ্দিন লাল্টু, কেন্দ্রীয় নেতা আব্দুল বারি জনি, শহিদুল ইসলাম বাবুল এবং জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ডা. মোহাম্মদ আলী এমপি প্রমুখ। এদিকে রাতেই কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ভাংচুর তাণ্ডবের ঘটনা তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় নেতা শহীদুল ইসলাম বাবুলকে সদস্য করে এক সদস্যের কমিটি করে দেন। এই কমিটি রাতেই তদন্ত করে। কমিটি নাকি এই ঘটনার সঙ্গে তিন অছাত্র-সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে রিপোর্ট দিয়েছে। কেন্দ্র দু'একদিনের মধ্যে এদের বিরুদ্ধে এ্যাকশনে যাবে বলে সূত্র দাবি করেছে। এদিকে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ নেত্রকোনা ত্যাগের সময় আগামী ১৫ নবেম্বর ঢাকায় কাউন্সিলারদের নিয়ে সম্মেলনের ঘোষণা দেন।